ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে মেহেরপুর মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আলোচনা সভা

মেহেরপুর মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে মেহেরপুর পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন শাহাজাদী মার্কেটে সংগঠনের কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার সহ-সভাপতি এম এ মতিন শামিমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রাজু হোসেন। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ শুকুর আলীর সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন অর্পন শেখ সাব্বির শেখ হিমু শেখ বিজলী খাতুন দুলিফা খাতুন মমতাজ বেগম প্রমুখ। আলোচনা পরবর্তীতে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

শৈলকুপায় বিভিন্ন কর্মসূচির

মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে রোববার সকালে উপজেলার সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং শহরের কলেজ রোডে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে একটি র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

উপজেলা আওয়ামী লীগ, আওয়ামী যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মীবৃন্দ। এছাড়া বিভিন্ন ইউনিয়নে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার, গণভোজ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।বেলা ১১টায় উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও উপজেলা মুক্তি যোদ্ধা সংসদ এক আলোচনা সভা ও গণভোজের আয়োজন করে।

উভয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই , সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফতেমা লিজা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান শিকদার শেফালি বেগম, সহকারী কমিশনার (ভ’মি) পার্থপ্রতিম শীল,জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার মকবুল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাকিম আহমেদ,শৈলকুপা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার মনোয়ার হোসেন মালিথা ,জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ,উপজেলা আওয়ামীলীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান প্রমুখ। এছাড়াও বিকাল ৩টায় শৈলকুপা থানা চত্বরে এক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলা, আদালতে মামলা দায়ের

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামে প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলার ঘটনায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিদ্যাধরপুর গ্রামের ভুক্তভোগী মৃত বারেক মিয়ার ছেলে সজল মিয়া বাদি হয়ে মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আমলী আদালতে গত ১ মার্চ ৪ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। আসামীরা হলেন একই গ্রামের তারই চাচাতো ভাই জুয়েল, আসমান, আসমানের পিতা আলামিন হোসেন ও মাতা মোনোয়ারা খাতুন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আসামীদের সাথে ভুক্তভোগী প্রবাস ফেরত সজল মিয়ার পরিবারের পূর্ববিরোধ আছে। গত ১ মার্চ এই বিরোধের জের ধরে আসামীরা সজলের বাড়িতে হামলা চালায়। ঘরের টিন ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে।

বঙ্গবন্ধু একটি নেতা একটি ভাষণ একটি দেশ- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ৭মার্চ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্রী ফরহাদ হোসেন বলেন আজকে ৭ই মার্চ এই দিনটি জাতির ইতিহাসে প্রত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন আরো বলেন বঙ্গবন্ধু মানে একটি নেতা একটি ভাষণ একটি দেশ, বঙ্গবন্ধু অনেক জায়গায় ভাষণ দিয়েছেন কিন্তু সমস্ত সারকথা সারমর্মটা এই ৭ই মার্চের ভাষণ এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তৌফিকুর রহমান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক। আলোচনা সভায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শিক্ষার্থী সাজিবুর রহমান। ৭মার্চ আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর সিভিলসার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দিন, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মেহরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল আলম সরদার, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মমিনুল ইসলাম, জেলা আনসার এ্যাজুটেন্ট রফিকুল ইসলাম, জেলা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, টিটিসির অধ্যক্ষ আরিফ আহমেদ তালুকদার, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট হেড নুরুন্নবী উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে বিশেষভাবে তৈরি মঞ্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন সর্বপ্রথম পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন, এরপরে জেলাবাসীর পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ বিভাগের পক্ষে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এর পরপরই স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডা. রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজ এর পক্ষে থেকে অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল আলম সরদার, সরকারি মহিলা কলেজ এর পক্ষে প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আজিম, মেহেরপুর জেলখানার পক্ষে ভারপ্রাপ্ত জেল সুপার ও সহকারি কমিশনার নিরুপমা রায়, মেহেরপুর জেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসের পক্ষে জেলা কমান্ডার রফিকুল ইসলাম, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, টিটিসির অধ্যক্ষ আরিফ আহমেদ তালুকদার, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলী ইয়াসমিন, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের

পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনসহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ।আজ রবিবার ৭ই এই মার্চ সকাল ৭:৩০ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসের সামনে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় । এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি।এ সময় সোলাইমান হক জোয়ার্দার সেলুন এমপি বলেন ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালি জাতির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মুক্তিপ্রেমী লাখো জনতার সামনে ১৯ মিনিট ধরে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সেই সাথে তিনি পাকিস্তানের শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়- ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জনাব জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৭ টার সময় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষে থেকে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন”

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। বাঙালি জাতির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মুক্তিপ্রেমী লাখো জনতার সামনে ১৯ মিনিট ধরে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সেই সাথে তিনি পাকিস্তানের শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়- ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

উক্ত সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) আবু রাসেল, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল স্তরের পুলিশ সদস্যগণ।

ইমরান-হ্যাডলি-ওয়ার্নের কাতারে অশ্বিন

টেস্টে রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে যাচ্ছেন ভারতের বাঁহাতি স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কদিন আগে টেস্টে ৪০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন। লংকান কিংবদন্তি মুত্তিয়াহ মুরালিধরনের পরই দ্রুততম সময়ে এ রেকর্ডে নাম লেখান অশ্বিন।

এবার আরও একটি রেকর্ড গড়লেন এ স্পিনার। সেটি হচ্ছে—টেস্টে সিরিজসেরা হওয়ার রেকর্ডে তিন কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন, ইমরান খান ও স্যার রিচার্ড হ্যাডলির পাশে এসে দাঁড়ালেন অশ্বিন।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্যসমাপ্ত সিরিজে ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত ছিলেন অশ্বিন। অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্স ছিল তার। ৮ ইনিংসে ৩২ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি। ৩২ উইকেট নিয়ে তার পরেই স্বদেশি অক্ষর প্যাটেলের অবস্থান।

এমন পারফরম্যান্স দেখিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন অশ্বিন। টেস্টে এ নিয়ে আটবার সিরিজসেরার স্বাদ পেলেন তিনি। তার আগে এ কীর্তি গড়েছেন কেবল তিনজন। আটবার করে সিরিজসেরা হয়েছেন শেন ওয়ার্ন, ইমরান খান ও স্যার রিচার্ড হ্যাডলি।

অশ্বিনের সামনে আরও একটি রেকর্ডের হাতছানি। সেটি হচ্ছে—এই তিনি কিংবদন্তিকে ছাড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকান সাবেক অলরাউন্ডার জ্যাক ক্যালিসকে ছুঁয়ে ফেলার।

টেস্টে ক্যালিস সিরিজসেরা হয়েছেন ৯ বার। তবে এ রেকর্ডেও সবার ওপরে মুত্তিয়া মুরালিধরন। টেস্ট ইতিহাসের সফলতম বোলার ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছেন ১১ বার।

অশ্বিনের চেয়ে কম সাতবার করে সিরিজসেরা হয়েছেন ওয়াসিম আকরাম ও শিবনারায়ণ চন্দরপল।

তথ্যসূত্র: ক্রিকইনফো

মেহেরপুর উপজেলা পরিষদে ৭ মার্চ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরুস্কার বিরণ

মেহেরপুর উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও চিত্র অঙ্কন, ৭ মার্চের ভাষনের প্রতিযোগী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে।

রবিবার সকালে উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনের কক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেছা লতা, মেহেরপুর পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবলু বিশ্বাস সহ বিভিন্ন স্কুল, মাদরাসা থেকে আসা শিক্ষার্থী বৃন্দু সহ অভিবাকগন।

গাংনীতে ভয়াবহ অগ্নীকান্ডে ৫টি দোকান ভষ্মিভুত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর শহর বাসস্টান্ডে ৫টি দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্ততঃ অর্ধ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দোকান মালিকেরা। কি কারণে এ অগ্নীকান্ডের সুত্রপাত তা অনুসন্ধান করছেন ফায়ার সার্ভিস।
প্রত্যাক্ষদর্শীরা জানায়, রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় সোহাগ

বস্ত্রালয় নামের একটি লেপ তোশকের গুদামে আগুনের সুত্রপাত ঘটে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের আকমল স্টোর, মনিরুল বস্ত্রালয়, জিয়া বেডিং ও ঢাকা বেডিংসহ কয়েকটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে। সংবাদ পেয়ে গাংনী ও মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘন্টা ব্যাপি চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপশি গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের ও পৌর ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা আগুন নেভাতে কাজ করেন। আগুনের তাপে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ততোক্ষণে পাচঁটি দোকানের মালামাল পুড়ে যায়।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত আকমল স্টোরের মালিক আকমল হোসেন জানান, পাঁচটি দোকান মিলে অর্ধকোটি টাকার মালামাল পড়ে ভষ্মিভুত হয়েছে। এতে কয়েকজন দোকান মালিক একেবারে পথে বসে গেছে।
মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএখালেক, পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম, শাহনেওয়াজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন । এসময় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে সহযোগীতার আশ্বাস দেন।
মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক শরিফুল হাসান ভুইয়া বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘন্টাব্যাপি চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়। এখন পর্যন্ত আগুন লাগার বিষয়ে তেমন কোন উৎস খুজে পাওয়া যায়নি। তবে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ মুজিবনগর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি কমপ্লেক্স এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করেছেন।

রবিবার সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস এর

নেতৃত্বে একটি র্যালী কমপ্লেক্স গেট থেকে শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির পাদদেশে শেষ হয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। সেখানে জাতির জনকের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

পরে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে কেদারগন্জ বাজারে অবস্হিত উপজেলা আওয়ামীলীগের অফিসে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস বলেন স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে এ স্বাধীনতা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের এই দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তীতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাংখিত লক্ষ্যে পৌছে দেয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে ঢ়াকার রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ তারিই ফল আমাদের স্বাধীনতা।

সভায় উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ বল্টু,মোনাখালি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী,বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দীন মল্লিক,দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক এ এস এম মাহবুব আলম,মুজিবনগর উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগ এর সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন,বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল মল্লিক, বাগোয়ান ইউপি ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম ঝুটিকা,সম্পাদক মনিরুল ইসলাম,ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন,কাজী কোমরউদ্দীন সেলিম,দিলিপ মল্লিক,শংকর বিশ্বাস সহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন অংগসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।